ঈশ্বর নোহকে স্মরণ করলেন

আদিপুস্তক ৮.১-১৪পদ

আজ আমরা নোহকে জাহাজ থেকে নেমে নতুন পৃথিবীতে পদার্পণ করতে দেখব। মহা জলপ্লাবনের মাধ্যমে সমস্ত পুরাতন বিষয়কে ধংস করে, নোহের মাধ্যমে ঈশ্বর নতুন করে সমস্ত বিষয়ের শুরু করতে চলেছেন। যারা কম্পিউটারের কাজের সঙ্গে পরিচিত, তারা জানেন, অনেক সময় কম্পিউটার এমন কথা বলে, *"The Operating System has experienced a fatal (serious) error"*;তখন আপনাকে *reboot* করতে হয়। অর্থাৎ, প্রথম থেকে নতুন করে শুরু করতে হয়। এক অর্থে পৃথিবীও এমন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল যে, ঈশ্বর বাধ্য হয়েছিলেন, আবার নতুন করে শুরু করতে। আধ্যাত্মিক অর্থে, মহা জলপ্লাবন ও নোহের মাধ্যমে নতুন করে শুরু করাকে বিশ্বাসীর জীবনে নতুনজন্মকে নির্দেশ করে। পৌলের ভাষায়, ***"ফলতঃ কেউ যদি খ্রীস্টে থাকে, তবে নতুন সৃষ্টি হল; পুরাতন বিষয়গুলি অতীত হয়েছে; দেখ, সেগুলি নতুন হয়ে উঠেছে"***(২ করিন্থিয় ৫.১৭)। আজ যখন আমরা ঈশ্বরের সামনে উপস্থিত হয়েছি, আমরা কি আমাদের জীবনকে নতুন করে শুরু করার প্রয়োজন উপলব্ধি করি? হ্যাঁ, একমাত্র ঈশ্বরই পারেন, মহাবিচারের হাত থেকে আপনাকে উদ্ধার করতে। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন, নতুন করে শুরু করার। পুরাতন বিষয়সমুহ ত্যাগ করে, খ্রীস্টকে গ্রহণের দ্বারা জীবনের নতুনতায় চলবার সুযোগ ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেকের কাছে আজ এনেছেন।

এই নতুন করে শুরু করার কাজ আমরা নিজেদের শক্তি, জ্ঞান বা ক্ষমতায় করতে পারি না। ঈশ্বরই এর জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন ও আমাদের পথ দেখান। আমাদের দায়িত্ব, কেবল তাঁর ইচ্ছা পালন করা বা তাঁর আদেশের বাধ্য হওয়া। ঈশ্বর যখন মহাজলপ্লাবনের দ্বারা পৃথিবীকে ধংস করার কথা নোহকে বলেছিলেন (৬.১৩), নোহ ঈশ্বরের সঙ্গে বচসা করেনি, কিন্তু বিশ্বাসে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে গ্রহণ করেছিলেন। তাই, ঈশ্বর যখন উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং নোহকে জাহাজ তৈরী করতে আদেশ করেন (৬.১৪), নোহ সেই কাজ কত কঠিন বলে ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করেনি, কিন্তু পালন করেছেন। কাল সম্পূর্ণ হলে, ঈশ্বরই নোহ ও তার সঙ্গীদের জাহাজের ভিতরে আসতে যে আজ্ঞা করেছিলেন (৭.১), তা তারা পালন করেছিল। আবার, ঈশ্বর যতক্ষণ না তাদের জাহাজের বাইরে আসতে আজ্ঞা করেছিলেন (৮.১৬-১৭), ততক্ষণ তারা জাহাজের মধ্যে অপেক্ষা করেছিল। পাপে ও অপরাধে মৃত মানুষ (ইফি ২.১) নিজের উদ্যোগে কখনও নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। ঈশ্বরের অনুগ্রহের দ্বারা বিশ্বাসের মাধ্যমে আমরা রক্ষা পাই। এর আগে আদি ৬ ও ৭ অধ্যায়ে আমরা নোহের প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহ এবং ঈশ্বরের প্রতি নোহের বিশ্বাসের জীবনের প্রকাশ দেখেছি। আদি ৮ অধ্যায়েও এই একই ছবি আবার আমাদের চোখে পড়ে।

১। ঈশ্বর নোহকে স্মরণ করলেন

এই অধ্যায়ের শুরুতেই এমন কথা বলা হয়েছে, *"ঈশ্বর নোহকে ও জাহাজের মধ্যে সমস্ত প্রাণীকে স্মরণ করলেন।"* এই কথার অর্থ এমন নয় যে, ঈশ্বর এতকাল নোহকে মনে রাখেননি, বা ঈশ্বর নোহকে ভুলে গিয়েছিলেন। ঈশ্বর কখনও কিছু ভুলে যেতে পারেন না। কারণ, ঈশ্বর শুরু থেকেই শেষকে জানেন। অবশ্য, একথা সত্য, ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, ***"তিনি আমাদের পাপ ও অধর্ম সকল কখনও স্মরণ করবেন না"***(ইব্রীয় ১০.১৭)। এই কথার অর্থ, যীশুকে বিশ্বাসের মধ্যেমে ঈশ্বরের সন্তান হবার পর, ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আমাদের সেই সমস্ত পাপের দ্বারা কোনভাবে প্রভাবিত হয় না। অর্থাৎ, ঈশ্বর আমাদের বিরুদ্ধে পাপকে ধরে রাখেন না;যার ফলস্বরূপ তিনি আমাদের সঙ্গে পাপীর মত আচরণ করেন না। আমরা কী করেছি, ঈশ্বর তা অবশ্যই জানেন, কিন্তু যীশু খ্রীস্টের প্রতি আমাদের বিশ্বাসের কারণে, তিনি আমাদের সেই সমস্ত পাপকে ধরে আমাদের প্রতি আচরণ করেন না। ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে এমনভাবে আচরণ করেন, যেন আমরা কোনদিনই পাপ করিনি! ঈশ্বর আমাদের বিরুদ্ধে সেই

পাপকে কখনও স্মরণ করেন না।

ঈশ্বর যদিও কখনও আমাদের ভুলে যান না, আমরা অনেক সময় পরিত্যক্ত হবার অনুভূতি লাভ করি। বিশেষ করে, যখন আমরা বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে চলি, বা ঝড়ঝঞ্ঝা অতিক্রম করি, তখন অনেক সময়ই খুব সহজে পরিত্যক্ত হবার অনুভূতি আমাদের হৃদয়ে জাগতে পারে। বাইবেলেও আমরা এর বিভিন্ন উদাহরণ দেখতে পাই। গীতরচক ঈশ্বরকে প্রশ্ন করেছেন, ***"সঙ্কটের দিনে আমা হইতে মুখ লুকাইও না"*** (গীত ১০২.২)। পৌলও অমানুষিক যন্ত্রণার মুখে নিজের *জীবনের আশা পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছিলেন* (২ করি ১.৮)। মানুষ যীশুও ক্রুশ থেকে চীৎকার করে বলেছিলেন, ***"ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, কেন তুমি আমাকে পরিত্যাগ করেছ?"*** (মথি ২৭.৪৬)। জাহাজের মধ্যে ১ বৎসরেরও বেশি সময় নোহ ও তাঁর সঙ্গীরা কাটিয়েছিল; তাই, এটা খুব স্বাভাবিক যে তারা পরিত্যক্ত হবার অনুভূতি লাভ করেছিল। তাই, নোহের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে ঈশ্বর নোহকে স্মরণ করার কথা বলা হয়েছে। এর অর্থ, ঈশ্বর নোহের পক্ষে সক্রিয় হলেন। যেমন ঈশ্বর লোটকে স্মরণ করে সদোমের ধ্বংসলীলা থেকে উদ্ধার করেছিলেন (আদি ১৯.২৯); বা রাহেল ও হান্নাকে স্মরণ করে তাদের সন্তান দিয়েছিলেন (আদি ৩০.২২; ১ শমূয়েল ১.১১,১৯); বা ইস্রায়েল জাতিকে স্মরণ করে মিশরের বন্দিত্ব থেকে মুক্ত করেছিলেন (যাত্রা ২.২৪;৬.৫)। ঈশ্বর কেবল নোহ ও তাঁর পরিবারকে স্মরণ করেননি; তিনি জাহাজের মধ্যে সমস্ত প্রাণীকে স্মরণ করলেন। ভালোবাসার ঈশ্বর এইভাবে তাঁর সন্তান আমাদের সর্বদা স্মরণে রেখেছেন। তাই, তিনি আমাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছেন, ***"আমি কোন ক্রমে তোমাকে ছাড়িব না, ও কোন ক্রমে তোমাকে ত্যাগ করিব না"*** (ইব্রীয় ১৩.৫)। ঈশ্বর নোহের কথা স্মরণ করে অবশিষ্ট জগতকেও রক্ষা করলেন। আজ খ্রীস্টবিশ্বাসী আমরাও ঈশ্বরের দৃষ্টিতে একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তাই, যীশু আমাদের বলেছেন, ***"তোমরা জগতের লবন, তোমরা জগতের আলো"*** (মথি ৫.১৩-১৪)। আজ আমাদের সমাজ কোন পথে এগিয়ে চলেছে, তার জন্য লবন ও আলো হিসাবে আমাদের দায়িত্ব খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

২। ঈশ্বর পৃথিবীতে বাতাস পাঠালেন

বাইবেলে পবিত্র আত্মা ও তাঁর সার্বভৌম কাজকে অনেক সময় বাতাসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যীশু নিজে নীকদীমকে বলেছিলেন, ***"বাতাস যে দিকে ইচ্ছা করে, সেই দিকে বহে; এবং তুমি তার শব্দ শুনতে পাও; কিন্তু কোথা থেকে আসে, আর কোথায় চলে যায়, তা জান না; আত্মা হইতে জাত প্রত্যেক জন সেইরূপ"*** (যোহন ৩.৮)। আমরা কেউ পবিত্র আত্মার সার্বভৌম কাজকে প্রতিহত করতে পারি না। তিনি কার মধ্যে কীভাবে কাজ করবেন, তা আমরা কেউ কল্পনাও করতে পারি না। তাঁর শক্তির কাছে আমরা নতিস্বীকার করতে বাধ্য।

৩। নোহ দাঁড়কাক ও কপোত পাঠাল

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা কেবল ঈশ্বরকেই কাজ করতে দেখেছি। তিনি নোহকে স্মরণ করেছেন, তিনিই বাতাস পাঠিয়ে জলকে অপসারিত করেছেন। কিন্তু ৬ পদে আমরা দেখছি নোহ পৃথিবীতে জল কতটা কমেছে, তা জানবার জন্য প্রথমে দাঁড়কাক এবং পরে কপোত পাঠাচ্ছেন। নোহের এই কাজ খুবই উল্লেখযোগ্য। কারণ, হয়ত আমরা অনেকে মনে করতে পারি, এইভাবে দাঁড়কাক বা কপোত পাঠিয়ে নোহ ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বাসেরই পরিচয় দিয়েছেন। আমাদের মনে রাখতে হবে, "ঈশ্বর-বিশ্বাস" মানে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা নয়। ঈশ্বর বিশ্বাস মানে কখনই আমাদের হাতের কাছে প্রাপ্ত সুযোগকে উপেক্ষা করা নয়। ঈশ্বর আমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধি দিয়েছেন, ঈশ্বরের সাহায্যে যার সঠিক ব্যবহার করে আমরা আমাদের জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারি (হিতোপদেশ ৩.৫-৬)। তাই, ঈশ্বর যখন আমাদের অনুকূল পরিবেশ দেন, তখন আমাদের দায়িত্ব সেই পরিবেশকে ব্যবহার করে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা। নোহ দাঁড়কাক ও কপোত পাঠিয়ে ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বাস নয় পরিবর্তে, বিশ্বাস অনুসারে কাজ করেছে।

লেবিয় ১১.১৫ পদে দাঁড়কাককে অশুচি পাখি হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ইহুদীরা এর মাংস ভোজন করে না। নোহ যে দাঁড়কাকটিকে পাঠিয়েছিলেন, সেটি ইতস্তত ঘোরাফেরা করল, ফিরে আসল না। নোহ যে উদ্দেশ্যে

দাঁড়কাকটিকে পাঠিয়েছিলেন, সেই উদ্দেশ্য দাঁড়কাকটি পূর্ণ করতে পারল না। কোন তথ্যই সে সংগ্রহ করে ফিরল না। কিন্তু কপোত হল শুচি পাখি। সে দাঁড়কাককে অনুসরণ করল না। যখন সে থাকবার মত অন্য কোন জায়গা পেল না, সে একমাত্র নিরাপত্তার স্থান, সেই জাহাজে ফিরে এল। নোহ বুঝতে পারলেন যে, এখনও জল শুকায়নি। এর ১ সপ্তাহ পরে নোহ আবার যখন কপোতকে পাঠালেন, সে সন্ধ্যায় ঠোটে একটা জলপাই গাছের নতুন পাতা নিয়ে ফিরে এল। আমরা জানি যে জলপাই গাছ জলের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও নতুন পাতা ছাড়ে। এর দ্বারা নোহ বুঝতে পারলেন যে, গাছের মাথা একটু একটু করে জলের উপরে উঠছে। কপোতটি যখন সেই পাতা মুখে করে ফিরে এসেছিল, নোহ তখন পৃথিবীতে জীবনের নতুন স্পন্দন দেখতে পেয়েছিলেন। এর ১ সপ্তাহ পরে যখন কপোতটিকে আবার পাঠান হয়েছিল, সে কিন্তু আর ফিরে আসেনি। নোহ বুঝতে পারলেন, এখন কপোতের থাকার মত বাসস্থান পৃথিবীর মাটিতে তৈরী হয়েছে। কপোতের থাকার মত পরিবেশ তৈরী হলেও, নোহ কিন্তু জাহাজ থেকে নামেন নি। কারণ, বিশ্বাসী নোহ ঈশ্বরের আজ্ঞা পেতে অপেক্ষা করেলেন। যে ঈশ্বর তাঁকে জাহাজের ভিতরে আসতে আজ্ঞা করেছিলেন, তিনিই তাঁকে আবার জাহাজের বাইরে আসতে আজ্ঞা করবেন। তার জন্য নোহ অপেক্ষা করলেন।

এই দুই পাখির ন্যায় আমরাও আমাদের নিজেদের মধ্যে মাংস ও আত্মার কাজ উপলব্ধি করি। এই দুই-এর মধ্যে লড়াই আমরা সর্বদা উপলব্ধি করি। রোমীয় ৭ অধ্যায়ে পৌল তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, ***"আমি যা ইচ্ছা করি, তাহাই যে কাজে করি, এমন নয়, বরং যা ঘৃণা করি, তাহাই করি"*** (রোমীয় ৭.১৫, ১৯)। দাঁড়কাকের ন্যায় মাংস আমাদের জগতের আনন্দে মত্ত হবার হাতছানি দেয়, পাপের মধ্যেই সুখের কথা আমাদের জানায়। আমরা যেন মাংসের বশে না চলি। কিন্তু আত্মার বশে চলি (রোমীয় ৮.৪), যিনি আমাদের সত্যে, ধার্মিকতায় ও পবিত্রতার পথে চলতে শাক্তি ও সাহস যোগান। যখন আমরা যীশুকে বিশ্বাসের দ্বারা ঈশ্বরের সন্তান হই, পবিত্র আত্মার দ্বারা নতুন জন্ম লাভ করি এবং তাঁর পূর্ণতায় জীবন যাপন করি, তখন পবিত্র আত্মা এই কাজ আমাদের মধ্যে করেন। কারণ, যীশুকে ছাড়া আমরা কিছুই করতে পারি না (যোহন ১৫.৫)। এর অর্থ এই নয় যে যীশুকে ছাড়া আমরা নিস্ক্রিয়। এর অর্থ যীশুকে ছাড়া আমরা কখনও কোন মূল্যবান, গুরুত্বপূর্ণ, তাৎপর্যপূর্ণ কাজ করতে পারি না। যীশুতে বিশ্বাস ছাড়া আমাদের কাজকে পৌল কাঠ, খড়, নাড়া দিয়ে তৈরী ঘরের সঙ্গে তুলনা করেছেন, যা আগুনে পুড়ে ছাড়খার হয়ে যাবে। কিন্তু যীশুতে বিশ্বাসের দ্বারা আমাদের কাজকে সোনা, রুপা ও বহুমূল্য পাথরের তৈরী ঘরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, যা আগুনে ক্ষয় পায় না (১ করিন্থিয় ৩.১২-১৫)।

পৃথিবীর মাটিতে আমাদের সবার জীবনেই ঝড়ঝঞ্ঝা আসে। কিন্তু কেবল যীশুতে বিশ্বাসই পারে আমাদের রক্ষা করতে। তিনি কি আপনার একমাত্র পরিত্রাতা ও প্রভু?

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)